অবশেষে করোনা মুক্তি, হাসপাতাল ছেড়ে বাড়িতে অভিষেক বচ্চন

অবশেষে করোনা থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অভিষেক বচ্চন অভিষেকের শেষ কোভীদ-১৯ টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ ২৮ দিন পর গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) তাকে নানাবতী হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালের বোর্ডের ছবি পোস্ট করেছেন অভিষেক। তার সুস্থ হয়েও ওঠার জন্য যারা প্রার্থনা করেছেন, তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অভিনেতা।

পাশাপাশি নানাবতী হাসপাতালের যে সকল চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীরা তার দেখাশোনা করেছেন, সুস্থ করে তুলেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি অভিষেক।

হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় পাপারাৎজিদের ক্যামেরাবন্দি হন জুনিয়ার বচ্চন। তবে অভিষেকের আগেই ছাড়া পেয়েছেন তার বাবা অমিতাভ বচ্চন। গত ২ জুলাই তাকে হাসপাতাল থেকে চছাড়া হয়েছিল। এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও আরাধ্যাও। তারা সকলেই বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

রক্তের ‘এ’ গ্রুপে করোনা বেশি ভয়াবহ, ‘ও’ গ্রুপে কম!

প্রতিদিনই করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। তবে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস রক্তের ‘এ’ গ্রুপে বেশি ভয়াবহ, আর ‘ও’ গ্রুপে কম আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায়

এমন তথ্যই জানানো হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-জার্নাল ‘নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন’-এ। খবর আনন্দবাজারের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণা চালানো হয়েছে ইউরোপের দুটি দেশ স্পেন ও ইতালিতে। করোনা সংক্রমণের হার ও মৃতের সংখ্যায় যে দুটি দেশই রয়েছে সামনের সারিতে। গবেষণাটি নির্দিষ্ট জিন ও ক্রোমোজোমের সঙ্গে রোগীদের দেহে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ হয়ে ওঠার একটি সম্পর্ক (কোরিলেশনস বা অ্যাসোসিয়েশন) খুঁজে পেয়েছে।

গবেষকরা দাবি করছেন, ‘এ’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অন্যান্য গ্রুপের রক্তবাহকদের থেকে অন্তত ৪৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু ‘ও’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। অন্যান্য গ্রুপের মতোই ‘ও’ গ্রুপের অন্তত ৬৫ শতাংশ রক্তবাহকের দেহে করোনা সংক্রমণ ঘটছে।

তাদের দাবি, ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরেও কোভিড-১৯ ভাইরাস ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহক রোগীদের মতো ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। তবে আমাদের শরীরে কোভিডের দ্রুত ভয়াবহ ওঠা ঠেকাতে ‘ও’ গ্রুপের মতো ততটা কার্যকরী নয় ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের রক্ত। ‘এবি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘ও’ গ্রুপের চেয়ে কম। ‘বি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘এবি’ গ্রুপের চেয়েও কম।

স্পেন ও ইতালির করোনায় চরম সঙ্কটাপন্ন ৮ লাখেরও বেশি মানুষের জিনোম পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন আরও বহু মানুষকে, যারা করোনায় আক্রান্ত হননি।

ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালেল অধ্যাপক চিকিৎসক অনহিতা দুয়া বলেছেন, ‘এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, করোনা সংক্রমণ আমাদের দেহে ভয়াবহ হয়ে ওঠার ক্ষ◌েত্রে শুধু রক্তের নির্দিষ্ট কোনও গ্রুপেরই ভূমিকা রয়েছে। একটা ‘কোরিলেশন’ বা ‘অ্যাসোসিয়েশন’ (পারস্পরিক সম্পর্ক) খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র।

শুধুমাত্র জিন-স্তরে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এটাও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই বলব, ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহকদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ নেই। আবার এটাও বলব না, ‘ও’ গ্রুপের রক্তবাহকরা খুব স্বস্তিতে থাকতে পারেন। এটা একটা হাইপোথিসিস। কোনও থিয়োরি নয়। কোনও মডেলও নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে করোনা আক্রান্ত ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গজারিয়া গ্রামের ভ্যান চালক করোনা আক্রান্ত সাদেক আলী (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯ পজেটিভ অবস্থায় নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের দাফনের নিয়ম মেনে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো আট।

জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হন সাদেক আলী। সর্দি জ্বরসহ শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার কারণে তিনি নমুনা দিয়েছিলেন। নিজ বাড়িতে রুম আইসোলেশন এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম শাহিন শাহনেওয়াজ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এপর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা পজেটিভ মৃত্যের সংখ্যা ৮ জন।

মেহেরপুরে আ.লীগ নেতা বাবুসহ নতুন করে ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে আওয়ামীলীগ নেতাসহ নতুন করে ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় হলো- গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু (৪২), গাংনী র্যাব ক্যাম্পের পাশে রেখা রানী বিশ্বাস (৫৮), অর্ঘ্য (১৪), অর্পণ (১৮), গাংনী হাসপাতাল পাড়ার সাহারা খাতুন (৩৮), পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের শাহিনা খাতুন (৪২), আযান পুকুর পাড়ার ফারুক (৩৮), কেশবনগরের আব্দুল লতিফ (৩৮), মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের আমানুল্লাহ বেলু, সদর উপজেলার সুবিধপুর খা পাড়ার মেহেদী হাসান (৩৫), সদর হাসপাতালের শরিফুল ইসলাম (৩০), শারমিন (২৮), বিআরবি ক্যাবল কর্মকর্তা পলাশ আহমেদ (৫২) ।

শনিবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ১৬টি যার মধ্যে ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে (সদরের চার জন, গাংনর ৮ জন এবং মুজিবনগরের ১ জন। এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৪ টি ।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৭৯৮ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬২৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৫৭ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ্ হয়েছেন ১৩৩ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২১ জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ৯৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৪৩ জন, গাংনীতে ৩৮ জন এবং মুজিবনগরে ১৫ জন।

ঝিনাইদহে করোনা প্রতিরোধে

সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত

ঝিনাইদহে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে পথচারিসহ সকল মানুষকে মাস্ক পরা ও সরকারি বিধি মেনে চলতে সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী শহরের পায়রা চত্বর, মুজিব চত্বর, আরাপপুর, হামদহ, বাসটার্মিনাল এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে তারা এ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এসময় রিক্সা চালক, মোটর সাইকেল আরোহী, পথচারীদের মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন। এর আগে সেনাদল শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান।

অযৌক্তিক নীতিমালায় গণস্বাস্থ্যেরও অনুমোদন নাই: ডা. জাফরুল্লাহ

সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নাই বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম প্রসঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, ‘সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নেই। গণস্বাস্থ্যেরও মতো একটা হাসপাতালের যদি রেজিস্ট্রেশন না থাকে, তাহলে বোঝা উচিত কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে। হয় গণস্বাস্থ্যেরও দোষ আছে, না হয় সরকারের আইন কানুনে ত্রুটি আছে। ’

হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের নীতিমালার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা নিয়ম পালন করতে গেলে শতকরা ৮০ ভাগ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। সরকারের এ নিয়মে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে ঢাকার বাইরের অনেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। ’

তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন না থাকার ফলে ঘুষ দিতে হয়। আমরা ঘুষ দিতে পারি না বলে আমাদের রেজিস্ট্রেশনও হয় না। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দেশে করোনায় আরও ৩২ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৬১১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৫৫ হাজার ১১৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ২০ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬০৪২ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে আজ শনিবার পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছেন এক কোটি ৯৫ লাখ ৪১ হাজারের বেশি মানুষ। তাদের মধ্যে বর্তমানে ৬২ লাখ ৭২ হাজার ৬৮৯ জন চিকিৎসাধীন এবং ৬৫ হাজার ১৫ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। করোনা থেকে এক কোটি ২৫ লাখ ৪৪ হাজার ৪৮০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা

দেয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাত লাখ ২৪ হাজার ৫০ জন রোগী মারা গেছেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল ৮ মার্চ, তা দুই লাখ পেরিয়ে যায় ১৮ জুলাই। এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ।

আর ১৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ১৭ জুলাই তা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনে রেকর্ড ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

সূত্র- যুগান্তর

ভারতে মৃত্যু ছাড়াল ৪২ হাজার, আক্রান্ত ২০ লাখ

ভারতের করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৪২ হাজার ৫১৮ জন।

এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ হাজার ৫৩৭ জন। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ২০ লাখ ৮৮ হাজার ৬১১ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৮ হাজার ৯০০ জন কোভিড রোগী। মোট সুস্থ ১৪ লাখ ২৭ হাজার ৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে শনিবার এনডিটিভি এ তথ্য জানিয়েছে।

ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যম জানায়, সবচেয়ে বেশি কোভিড আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে মহারাষ্ট্র। গত ২৪ ঘণ্টায় যে পাঁচটি রাজ্যে সবচেয়ে

বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো- মহারাষ্ট্র (১০,৪৮৩), অন্ধ্রপ্রদেশ (১০,১৭১), কর্নাটক (৬,৬৭০), তামিলনাড়ু (৫,৮৮০) এবং উত্তরপ্রদেশ (৪,৪০৪)।

এই পাঁচটি রাজ্যেই গত একদিনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু পরিসংখ্যান রেকর্ড করা হয়েছে।

গত একদিনে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৯১২ জন এবং শুক্রবার সারাদিনে মৃত্যু হয়েছে আরও ৫৬ জন করোনা রোগীর। সব মিলিয়ে এই রাজ্যে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্ত ৮৯ হাজার ৬৬৬ জন, তার মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা সংক্রমণ রয়েছে ২৪ হাজার ৬৫২ জনের শরীরে।

আগের দিন শুক্রবার ভারতে ৬২ হাজার ৫৩৮ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়, যা এখনও পর্যন্ত এদেশে দৈনিক সংক্রমণের এক রেকর্ড। তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৫৬ হাজার ২৮২ জন করোনা রোগীর সন্ধান মেলে।

বুধবার ৫২ হাজার ৫০৯ নতুন সংক্রমণ হয় এবং মঙ্গলবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৫০।

বিশ্বে করোনা সংক্রমিত দেশগুলোর তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের পরেই রয়েছে ভারত। প্রতিদিনই ঝড়ের গতিতে দেশটিতে শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় আক্রান্ত মাশরাফির মা- বাবাসহ পরিবারের ৪ জন

এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার বাবা গোলাম মর্তুজা স্বপন ও মা বলাকা মর্তুজা। এচছাড়াও মাশরাফির মামি কামরুন নাহার কুহু ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সুমাইয়া তুহাও

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

জানা গেছে, শরীরে করোনার উপসর্গ থাকায় বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) মাশরাফির বাবা গোলাম মর্তুজা স্বপন, মা হামিদা মর্তুজা, মামি কামরুন নাহার ও ছোট ভাই মুরসালিনের স্ত্রী সুমাইয়া খাতুন নমুনা দেন। পরে শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাতে তাদের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

আজ শনিবার সকালে নড়াইল সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নড়াইল এক্সপ্রেস ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা রাসেল বিল্লাহ বলেন, মাশরাফি পরিবারের আক্রান্ত চারজনই নড়াইলের বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা সবাই সুস্থ আছেন।

এর আগে গত ১৯ জুন করোনাভাইরাস পরীক্ষা করান মাশরাফি। পরদিন তার ফল আসে পজিটিভ। আক্রান্ত হওয়ার পর বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেন তিনি।

এরপর ১২ জুলাই আবার নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং ১৪ জুলাই রাতে কোভিড-১৯ নেগেটিভ ফল পাওয়া যায়। সাংসদ মাশরাফির স্ত্রী সুমনা হক এবং ছোট ভাই মোরসালিন মর্তুজাও করোনাভাইসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে আরও একজনের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনায় পাঁচজন মারা গেলেন।

নিহত আনজের আলী (৬৫) আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। গত পরশু তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের

করোনা ইউনিটে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়া উদ্দিন জানান, মৃত আনজের আলী করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাতে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

দূর্গাপুর গ্রামে ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে সরকারি নিয়ম মেনে তাকে সমাধিস্থ করা হবে বলে তিনি জানান।